দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

জবিতে ভর্তি জালিয়াতির অভিযোগে ৬ শিক্ষার্থী আটক

১২ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

জবি সংবাদদাতা

২০১৭-১৮ ভর্তি শিক্ষাবর্ষে টাকার বিনিময়ে অন্য শিক্ষার্থী দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি দেয়ার প্রমাণ পাওয়ায় এ নিয়ে মোট ছয় শিক্ষার্থীকে আটক করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এর মধ্যে গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আটক আরো দুই শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অফিসের মাধ্যমে কোতয়ালী থানায় সোপর্দ করা হয়।

আটককৃত শিক্ষার্থী হলেন ভূমি আইন ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী কালাম আহমেদ, এলিন শেখ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান, লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী রাজু আহমেদ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আরিফ আলমাস আকাশ, সমাজকর্ম বিভাগের তৃতীয় বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল নোমান। ৪ মার্চ এলিন শেখ, ৬ মার্চ কালাম, আশিক, রাজু এবং ১১ মার্চ আকাশ ও নোমান আটক হন।

জানা যায়, 'ডি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সিতে অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীরা তাদের ছবিযুক্ত প্রবেশপত্র দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। ফলাফলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বিভাগে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলে মূল শিক্ষার্থীরা ফটোশপের মাধ্যমে প্রবেশপত্রে তাদের ছবি যুক্ত করে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে দায়িত্বরত শিক্ষক দুই কপি প্রবেশপত্রে স্বাক্ষর করে এক কপি বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা নেয়া এক কপি প্রবেশপত্র ডিন অফিস থেকে বিভাগে মূল শিক্ষার্থী ও তার জমা দেয়া প্রবেশপত্রের সাথে মিলিয়ে নেয়ার জন্য দেন। কিন্তু সূত্রে জানা যায়, ভর্তি কার্যক্রমের সময় বিভাগ এ পাঁচ শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র মিলিয়ে নেননি। এ অবস্থায় বিভাগীয় প্রধান ও ডিন যাচাই-বাছাই ও স্বাক্ষর করে ভর্তির কাগজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি দপ্তরে শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ড তৈরির জন্য দেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইটি দপ্তরও শিক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই না করে আইডি কার্ড বিতরণের জন্য রেজিস্ট্রার দপ্তরে কাগজপত্র দেন। রেজিস্ট্রার দপ্তর এ পাঁচ শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্রের ছবি ও স্বাক্ষরের সাথে ভর্তি পরীক্ষার সময় জমা দেয়া প্রবেশপত্রের ছবি ও স্বাক্ষরের গড়মিল পাওয়ায় তাদের তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অফিস তাদের আটক করে।

আটককৃত ভূমি আইন ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী কালাম আহমেদ জানান, ইউসিসির ফার্মগেট শাখায় কোচিং করার সময় ফারুকের সাথে তার পরিচয় হয়। ফারুক ইউসিসির কোচিংয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করান। ফারুক তার বন্ধু নবুওয়াত ওরফে আজমের সহযোগিতায় দেড় লক্ষ টাকার বিনিময়ে জবিতে প্রক্সির মাধ্যমে ভর্তি করান। তবে তিনি প্রক্সিদাতার নাম বলতে পারেননি। দেড় লাখ টাকার বিনিময়ে অন্য শিক্ষার্থী দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি দেয়ায় আটক হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিভাগের এলিন শেখ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান জানান, তিনি ভর্তি পরীক্ষার আগে মেসের বড় ভাই সোহাগ ও মারুফের মাধ্যমে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার মাধ্যমে প্রক্সি দিয়ে ভর্তি হন। সোহাগ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী। লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী রাজু আহমেদ জানান, সাইদুর রহমান নামে জনৈক ব্যক্তির কাছে দুই লক্ষ টাকা দিয়ে প্রক্সির মাধ্যমে ভর্তি হন। এলিন শেখকে কোতয়ালী থানা পুলিশ আদালতে হাজির করলে আদালত তার ২ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন। প্রশাসনের কড়া নজরদারির মধ্যেও আটক শিক্ষার্থীরা ভেরিফিকেশনের প্রাথমিক ধাপগুলো টপকে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান বলেন, ভর্তি জালিয়াতির সাথে অভিযুক্ত সবাইকে ধরতে প্রশাসন কাজ করছে। অভিযুক্ত সকলকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. মোস্তফা কামাল বলেন, প্রক্সি দিয়ে ভর্তির অভিযোগে পাঁচ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে কোতয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। কোতয়ালি থানার ওসি মশিউর রহমান জানান, ভর্তি জালিয়াতির অভিযোগে তিন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মূল হোতাদের আটকে চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত